বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

প্রথম খণ্ড

[স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণাল য়ের অধীন ঢাকা ওয়াসা ও চট্টগ্রাম ওয়াসা এর ২০১১-২০১২ এবং তদপূর্ববর্তী বছর সমূহের হিসাব সম্পর্কিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	২
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৪
৭.	অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ	৪
৮.	অডিটের সুপারিশ	৪
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়	৫
ক্রঃ/নং	আপত্তির শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১০.	অনুচ্ছেদ-০১ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন কর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ঠিকাদারের বিল হতে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ২,১১,১৪,৭৭৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি।	৬-৭
১১.	অনুচ্ছেদ-০২ ঃ সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকগণের নিকট হতে পানির বিল বাবদ ৫,৬৫,৯২,৪৯০ টাকা অনাদায়ী থাকায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৮-৯
১২.	অনুচ্ছেদ-০৩ ঃ বিভিন্ন গ্রাহকের নিকট বকেয়া পানির বিল বাবদ ১৯,৪৪,৩৯,২৭০ টাকা অনাদায়।	১০-১১
১৩.	অনুচ্ছেদ-০৪ ঃ খোলা পানি বিক্রি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সংস্থার রাজস্ব খাতে জমা প্রদান না করায় সংস্থার ৬১,৯৩,৭৫৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি।	১২
১৪.	অনুচ্ছেদ-০৫ ঃ গ্রাহকগণের বিলম্বে পরিশোধিত বিলের সারচার্জ অনাদায়ে ২,২৭,০৮,৩৫০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	১৩
১৫.	অনুচ্ছেদ-০৬ ঃ ২৮,৫৯,৯৬৮ টাকা বকেয়া থাকা সত্ত্বেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৪
১৬.	অনুচ্ছেদ-০৭ ঃ হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল এর কাছে পানি ও পয়ঃ বিল বাবদ ১,০৩,৪৪,১২৭ টাকা আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১৫
১৭.	অনুচ্ছেদ-০৮ ঃ ওয়াসা এলাকাস্থ শিল্প ও বাণিজ্যিক শ্রেণীর গ্রাহকের স্থাপিত গভীর নলকূপ সমূহের অনুমোদন এবং বাৎসরিক নবায়ন ফি আদায় না করায় ওয়াসা ১,১৩,২৩,০০০ টাকা রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত।	১৬
১৮.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৬

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

তারিখ ঃ..... বঙ্গাব্দ / খ্রিস্টাব্দ

(মাসুদ আহমেদ)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন ঢাকা ও চট্টগ্রাম ওয়াসার ৩৭টি নির্বাহী প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১১-২০১২ অর্থবছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্টদের নজরে আনয়ন করা এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন ঢাকা ও চট্টগ্রাম ওয়াসার সামগ্রিক লেনদেন ও আয় ব্যয়ের অংশ বিশেষ নমুনা হিসাবে অডিট করা হয়েছে বিধায় এ রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত অডিট আপত্তি ও মন্তব্যগুলো কেবল মাত্র উদাহরণমূলক এবং এগুলো স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন ঢাকা ও চট্টগ্রাম ওয়াসার আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ত্রুটি বিচ্যুতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। কাজেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক আর্থ ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, অনিয়ম, ত্রুটি বিচ্যুতি ইত্যাদি দূরীকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারেন। প্রতিবেদনে এ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম ওয়াসার আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ়করণে এ প্রতিবেদনটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ আনিছুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখ ঃ..... বঙ্গাব্দ / খ্রিস্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	২	৩
১.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন কর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ঠিকাদারের বিল হতে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২,১১,১৪,৭৭৫
২.	সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকগণের নিকট হতে পানির বিল বাবদ অর্থ অনাদায়ী থাকায় সংস্থার ক্ষতি।	৫,৬৫,৯২,৪৯০
৩.	বিভিন্ন গ্রাহকের নিকট বকেয়া পানির বিল বাবদ অনাদায়।	১৯,৪৪,৩৯,২৭০
৪.	খোলা পানি বিক্রি বাবদ প্রাপ্ত আদায় ও সংস্থার রাজস্ব খাতে জমা প্রদান না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৬১,৯৩,৭৫৮
৫.	গ্রাহকগণের বিলম্বে পরিশোধিত বিলের সারচার্জ অনাদায়ে রাজস্ব ক্ষতি।	২,২৭,০৮,৩৫০
৬.	বকেয়া থাকা সত্ত্বেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করায় গ্রাহকদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	২৮,৫৯,৯৬৮
৭.	হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল এর পানি ও পয়ঃ বিল আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১,০৩,৪৪,১২৭
৮.	ঢাকা ওয়াসা এলাকাস্থ শিল্প ও বাণিজ্যিক শ্রেণীর গ্রাহকের স্থাপিত গভীর নলকূপ সমূহের অনুমোদন এবং বাৎসরিক নবায়ন ফি আদায় না করাতে ওয়াসা রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত।	১,১৩,২৩,০০০
	সর্বমোট =	৩২,৫৫,৭৫,৭৩৮

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	ঃ	২০১১-২০১২ এবং তদপূর্ববর্তী বছরসমূহ।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	১। নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেনেজ বিভাগ-৩, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ২। প্রকল্প ব্যবস্থাপক, পিপিআই, রাজস্ব জোন-৪, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এফ, এম বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি (নিঃ উঃ) বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ), ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেনেজ বিভাগ-১ ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি (নিঃ ও উঃ) বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ৮। প্রকল্প পরিচালক, পিপিআই রাজস্ব জোন-৩, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, মড্স জোন-৯, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, পয়ঃ (পুঃ উঃ) বিভাগ-২ ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ১১।নির্বাহী প্রকৌশলী, সংগ্রহ বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, মডস জোন-৪, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ১৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, মডস জোন-৮, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ১৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, পয়ঃ (নিঃ উঃ) বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ১৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, এন এস নির্মাণ সিভিল বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ১৭। প্রকল্প ব্যবস্থাপক, পিপিআই রাজস্ব জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ১৮। প্লান্ট ম্যানেজার, বোতল জাত পানি উৎপাদন প্লান্ট, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ১৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, মডস জোন-১, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ২০। উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-১, ঢাকা ওয়াসা। ২১। প্রকল্প পরিচালক, বোতলজাত পানি সরবরাহ প্রকল্প, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ২২। নির্বাহী প্রকৌশলী, সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ২৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেনেজ (আর এন্ড ডি) বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ২৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, মডস্ জোন-৭, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ২৫। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (হিসাব শাখা), ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ২৬। উপ প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-২, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ২৭। উপ প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ২৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ২৯। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয়, চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রাম। ৩০। নির্বাহী প্রকৌশলী, পিএন্ডডি ড্রেনেজ) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা, ওয়াসা ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা। ৩১। উপ প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-১, ঢাকা ওয়াসা, ফকিরাপুল, ঢাকা। ৩২। রাজস্ব কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ রাজস্ব অঞ্চল, ঢাকা ওয়াসা, নারায়ণগঞ্জ। ৩৩। রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-২, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ৩৪। রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-৭, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা। ৩৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ পানি সরবরাহ বিভাগ, মডস জোন, নারায়ণগঞ্জ। ৩৬। রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-৬ (বর্তমানে পিপিআই রাজস্ব জোন-৬)। ৩৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, পয়ঃ (পূর্ত ও নির্মাণ) বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা, কাওরান বাজার, ঢাকা।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	আর্থিক নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১২
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের কৌশল	ঃ	চাহিদাপত্র ইস্যুকরণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের ধরণ	ঃ	মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত মৌলিক তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করণ ও ভাউচার স্যাম্পলিং।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে এবং তত্ত্বাবধানে।	ঃ	জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান, মহাপরিচালক

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- চুক্তি মূল্য এবং বরাদ্দ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- বরাদ্দবিহীন খাত থেকে অর্থ পরিশোধ।
- নির্মাণ ও মেরামত কাজে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- অনিয়মিতভাবে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয়।
- নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত পিপি উপেক্ষা করা।
- আর্থিক ক্ষমতা, বিধি লংঘন করে বরাদ্দবিহীন ব্যয় করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা।
- অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য।
- সঠিকভাবে হিসাব রক্ষণে দায়িত্বশীলতার পরিচয় না দেয়া।
- নিবিড় তদারকির অভাব।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন/২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি ২০০৮ এর প্রবিধান অনুসরণ না করা।
- এক খাতের বরাদ্দ হতে অন্য খাতে ব্যয়।

অডিটের সুপারিশ

- প্রতিবেদনে/রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিত করণ।
- অডিট আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ পদক্ষেপ নিশ্চিতকরণ।
- আর্থিক বিধিবিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের ফলপ্রসু তদারকি প্রয়োজন।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তা নিরসনকল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- অনুমোদিত পিপি অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা।
- যে কোডে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়, সে কোডে অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

শিরোণাম ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন কর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ঠিকাদারের বিল হতে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ২,১১,১৪,৭৭৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন কার্যালয় যথাঃ ১) রাজস্ব জোন-১, (২) ড্রেনেজ বিভাগ-৩, (৩) মডস জোন-৬, (৪) নির্বাহী প্রকৌশলী পয়ঃ (নির্মাণ ও উন্নয়ন) বিভাগ-১, (৫) মড্স জোন-১, ৬) নির্বাহী প্রকৌশলী, এফ এম বিভাগ-১, ৭) নির্বাহী প্রকৌশলী, সংগ্রহ বিভাগ- ১, ৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, সংগ্রহ বিভাগ- ২, (৯) নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেনেজ বিভাগ-১ (আরএন্ডডি), (১০) নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেনেজ বিভাগ-২ (আর এন্ড ডি), (১১) নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেনেজ (ওএন্ডএম) বিভাগ-২, (১২) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি (পৃঃ উঃ) বিভাগ-১, (১৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি (পৃঃ ও উঃ) বিভাগ-২, (১৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, মড্স জোন-৭, (১৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, মড্স জোন- ৮, (১৬) প্রধান হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা (হিসাব শাখা) (১৭) নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেনেজ বিভাগ-৩, (১৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, মডস জোন-৬ এবং (১৯) নির্বাহী প্রকৌশলী, পয়ঃ (নিঃ উঃ) বিভাগ-১ কার্যালয়ের ২০০৪-০৫ হতে ২০০৮-১০ আর্থিক সালের হিসাব বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- আয়কর ও ভ্যাট আদায় সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন ও আলোচ্য অফিসগুলোর এম, বি, ওয়ার্কস রেজিষ্টার, বিল রেজিষ্টার ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় ভ্যাট বাবদ অর্থ কর্তন না করায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কম কর্তন করায় সরকারের ২,১১,১৪,৭৭৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-১ (১-১৯)]।

অনিয়মের কারণ ঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৯৯১ সালের মূসক আইন ২২ এবং আদেশ নং-০৬/মূসক/২০০২ তারিখ- ২০-৯-২০০২ খ্রিঃ মোতাবেক উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়কালে বিক্রিত মূল্যের উপর ১৫% এবং জ্বালানী তেলের বিল পরিশোধকালে জ্বালানী তেলের মূল্যের উপর ২.২৫% হারে ভ্যাট কর্তনযোগ্য।

  জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১০/০৪/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের এর এস,আর,ও নং-১৭৩-আইন/২০০৪/৪১৯-মূসক অনুযায়ী নির্মাণ সংস্থার নিকট হতে ৪.৫% এবং সরবরাহকারীদের নিকট থেকে ২.২৫% হার ভ্যাট আদায়যোগ্য।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১০-৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখের এস আর ও নং- ২০১-আইন/২০১০/৫৫০ মূসক অনুযায়ী সেবার কোড নং- এস ০০৪.০০ মোতাবেক নির্মাণ সংস্থার নিকট হতে ৫.৫% হারে ভ্যাট কর্তন/আদায় করার নির্দেশ রয়েছে।
- পরিশিষ্টে বর্নিত আলোচ্য ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনাসমূহ পরিপালন না করে ঠিকাদার/ সরবরাহকারী বিল হতে বিধি মোতাবেক নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কম কর্তন করায় বর্ণিত আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঢাকা ওয়াসার হিসাব বিভাগ ভ্যাট কর্তন করে থাকে। হিসাব বিভাগ কিসের ভিত্তিতে এইরূপ কম ভ্যাট কর্তন করেছে, তা জেনে অডিটকে অবহিত করা হবে।
- ড্রেনেজ বিভাগ-৩ কর্তৃক জানানো হয় যে, সরবরাহকৃত পাইপের মূল্যের বিপরীতে ভ্যাট বাবদ (১৮,৫২,৮২৭+ ৪,৯০,২১৫) = ২৩,৪৩,০৪২ টাকা জমা দেয়া ঠিকাদারের দায়িত্ব।
- মডস জোন-৬- জানায় যে, হিসাব রক্ষণ অফিসের সাথে যোগাযোগ করে ভ্যাট বাবদ ১,৪১,৫৬৩ টাকা আদায় সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক নিরীক্ষাকে জানানো হবে।
- পয়ঃ বিভাগ-১ থেকে জানায় যে, বকেয়া অর্থ ৯০,১৪০ টাকা জমার বিষয়ে পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ হিসাব বিভাগ কর্তৃক সরকারী রাজস্ব যথাযথভাবে আদায় ও তা সরকারী কোষাগারে জমা করেছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিভাগের।

- সংশ্লিষ্ট উৎপাদানকারী/সরবরাহকারী/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে উক্ত অনাদায়ী অর্থ আদায় না হওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

- ড্রেনেজ বিভাগ-৩ কর্তৃক বিভাগীয় জবাবে ভ্যাট দেয়া ঠিকাদারের দায়িত্ব বলা হয়েছে। অথচ বিল পরিশোধকালে ভ্যাট কর্তন করা বিভাগীয় অফিসের দায়িত্ব। (সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের ১৭৭ (এ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল প্রকার রাজস্ব আদায়যোগ্য হওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করতে হবে এবং রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব)।

- এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৫-৩-২০০৯ খ্রিঃ, ২২-৩-২০১০ খ্রিঃ, ১৫-৩-২০১০ খ্রিঃ, ০২-০৬-২০১০ খ্রিঃ, ২৭-৬-২০১১ খ্রিঃ, ২১-৪-২০১০ খ্রিঃ, ২২-৫-২০১১ খ্রিঃ, ৯-৩-২০১১ খ্রিঃ, ১৪-৬-২০১১ খ্রিঃ ১৭-৪-২০১১ খ্রিঃ, ৪-৫-২০১১ খ্রিঃ, ৩১-৭-২০১১খ্রিঃ, ২১-৪-২০১১খ্রিঃ ৭-৭-২০১১ খ্রিঃ অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ৮-৪-২০০৯ খ্রিঃ, ৯-৬-২০১০ খ্রিঃ, ১৬-৮-২০১০খ্রিঃ, ২-১০-২০১১খ্রিঃ, ১২-৬-২০১১খ্রিঃ, ২৮-৭-২০১১ খ্রিঃ, ২২-৫-২০১১খ্রিঃ, ১৫-৯-২০১১খ্রিঃ, ১৯-৬-২০১১খ্রিঃ, ২৭-৬-২০১১খ্রিঃ, ২-১০-২১১খ্রিঃ, ১২-৬-২০১১খ্রিঃ, ১৫-৬-২০১১খ্রিঃ, ২-১০-২০১১খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ০৫-০৫-২০০৯ খ্রিঃ, ০৫-০৯-২০১০খ্রিঃ, ৩১-১০-২০১০খ্রিঃ, ১৭-১১-২০১১খ্রিঃ, ১৮-৯-২০১১খ্রিঃ, ২০-১০-২০১১খ্রিঃ, ২-৮-২০১১খ্রিঃ, ১৭-১১-২০১১খ্রিঃ, ২০-১১-২০১১খ্রিঃ, ২০১০-২০১১খ্রিঃ, ১৭-১১-২০১১খ্রিঃ, ১৭-১১-২০১১খ্রিঃ, ১৭-১১-২০১১খ্রিঃতারিখ আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সর্বশেষ জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক বিবেচিত না হওয়ায় এ কার্যালয়ের মতামত মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রণালয় হতে অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ভ্যাট বাবদ অর্থ কর্তন না করায় কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে কম কর্তন করায় উক্ত টাকা আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করাসহ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক এবং দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

শিরোণাম ঃ সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকগণের নিকট হতে পানির বিল বাবদ ৫,৬৫,৯২,৪৯০ টাকা অনাদায়ী থাকায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন কার্যালয় যথাঃ (১) উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-১, (২০০৮-০৯ অর্থ বৎসর) (২) উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-২, (৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপক, পিপিআই রাজস্ব জোন-৩, (৪) প্রকল্প ব্যবস্থাপক, পিপিআই রাজস্ব জোন-৪, (৫) প্রকল্প ব্যবস্থাপক, পিপিআই রাজস্ব জোন-৫, (৬) উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা রাজস্ব জোন-৬, (৭) রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-১, (৮) রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-২ এবং (৯) উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-১, (২০১০-১২ অর্থ বৎসর) ফকিরাপুল, ঢাকা ওয়াসা হিসাব বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষাকালে সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকের রেজিস্টার, গ্রাহক লেজার, গ্রাহক হোল্ডিং লেজার এবং সংযোগ বিচ্ছিন্ন সংক্রান্ত রেকর্ড পত্রাদি নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকের নিকট হতে দীর্ঘদিনের বকেয়া পানির বিল আদায় না করায় সরকারের = ৫,৬৫,৯২,৪৯০ টাকা পানির বিল অনাদায়ী রয়েছে [পরিশিষ্ট-২(১-৯)]।

অনিয়মের কারণ ঃ

- সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের ১৭৭(এ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল প্রকার রাজস্ব আদায় নিশ্চিত না করায় সরকারি অর্থ অনাদায়ী রয়েছে।
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর স্মারক নং-এসআরও নং ২৭-আইন/ ২০০৯ তারিখ-২ মার্চ/২০০৯ খ্রিঃ এর আলোকে বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা, বুধবার, মার্চ ৪, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ-৯, উপ-অনুচ্ছেদ-৩ এ নির্দেশ রয়েছে যে, ১৫% অধিকসহ বিল পরিশোধের তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী দিন হতে অপরিশোধিত বিল বকেয়া হিসাবে গণ্য হইবে এবং ঐদিন হতে বকেয়া পরিশোধের জন্য ত্রিশ দিনের নোটিশ দিতে হবে এবং নোটিশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করা না হলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাবে। এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।
- পিডিআর এ্যাক্ট, ১৯১৩ অনুযায়ী বকেয়া আদায়কল্পে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- রাজস্ব জোন-১ ঃ আপত্তিকৃত ১০ (দশ) জন গ্রাহকের মধ্যে ৫(পাঁচ) জনের নিকট হতে ৭,১২,৭৭৭ টাকা আদায় করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫জন গ্রাহকের নিকট হতে প্রাপ্য ৪,৮৪,৫৪২ টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
- রাজস্ব জোন-২ ঃ ১৮জন গ্রাহকের মধ্যে ৭ জন সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করেছে, ৩ জন আংশিক পরিশোধ করেছেন এবং ১ জন ১৫-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করবে মর্মে অঙ্গীকার করেছেন। অবশিষ্ট ৭ জনের বিরুদ্ধে গত ২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে পিডিআর এ্যাক্টে মামলা করা হয়েছে।
- পিপিআই রাজস্ব জোন-৩ ঃ বকেয়া তালিকার মধ্যে ৩৫,৩২,২৬৫ টাকা আদায় হয়েছে অবশিষ্ট ২৪,৫২,০১৯ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। যা পর্যায়ক্রমে আদায় করা হচ্ছে।
- পিপিআই রাজস্ব জোন-৪ ঃ বকেয়া বিল আদায় একটি চলমান প্রক্রিয়া। বকেয়া আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- পিপিআই রাজস্ব জোন-৫ ঃ আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।
- রাজস্ব জোন-৬ ঃ আপত্তিকৃত ৮ জন গ্রাহকের মধ্যে ৪ জনের নিকট হতে ৫,৭৬,৫২৪ টাকা আদায় হয়েছে, ১ জন গ্রাহকের নিকট হতে আংশিক আদায় হয়েছে এবং ৩ জন গ্রাহকের বিরুদ্ধে বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে পিডিআর এ্যাক্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
- রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয়, রাজস্ব জোন-২ ঃ আপত্তি মোতাবেক রেকর্ডপত্রে উল্লেখিত হোল্ডিংগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে পরবর্তীতে অডিট বিভাগকে জানানো হবে।
- উপ প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-১ ঃ সংযোগ বিচ্যুতির পূর্ববর্তী সময়ের বকেয়া আদায়ের বিষয়ে ইতোমধ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকগণের নিকট হতে বকেয়া বিল বাবদ অর্থ আদায় করা হয়নি। বকেয়া অনাদায়ী থাকায় সংস্থা/সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে যা সংস্থা/সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

- এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১৭-২-২০০৯ খ্রিঃ, ০২-০২-২০১০খ্রিঃ, ০৩-০২-২০০৯ খ্রিঃ, ১৬-৫-২০০৬ খ্রিঃ ৬-৬-২০১১খ্রিঃ, ২২-৩-২০১১খ্রিঃ, ৬-৬-২০১১খ্রিঃ, ৫-৫-২০১১খ্রিঃ, ৭-৭-২০১১খ্রিঃ,২৫-৪-২০১১খ্রিঃ, ১০-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-৯-২০১১ খ্রিঃ, ২২-৫-২০১১খ্রিঃ, ২-১০-২০১১খ্রিঃ, ১৯-৩-২০১১খ্রিঃ, ১৫-৯-২০১১খ্রিঃ, ২৩-৬-২০১১খ্রিঃ, ১২-০৩-২০১৩ খ্রিঃ ও ১৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়, সর্বশেষ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৭-১১-২০১১ খ্রিঃ, ০২-৮-২০১১খ্রিঃ, ২০-১০-২০১১ খ্রিঃ, ২০-১১-২০১১খ্রিঃ, এবং ৩১-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখ আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বশেষ জবাবে আংশিক টাকা আদায়ের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু যথাযথ প্রমাণক না থাকায় প্রমাণকসহ সমুদয় টাকা আদায়ের জন্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বকেয়া আদায়ের ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করাসহ সমুদয় টাকা আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

শিরোনাম ঃ বিভিন্ন গ্রাহকের নিকট বকেয়া পানির বিল বাবদ ১৯,৪৪,৩৯,২৭০ টাকা অনাদায়।

বিবরণ ঃ

- প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয়, চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রাম এবং ঢাকা ওয়াসার ৮টি সহ মোট ৯টি কার্যালয় যথাঃ (১) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয়, চট্টগ্রাম ওয়াসা, (২) প্রকল্প পরিচালক, পিপিআই, রাজস্ব জোন-৫, ঢাকা (৩) উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-১, ঢাকা, (৪) উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-১, ফকিরাপুল, ঢাকা, (৫) রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-৭, ঢাকা, (৬) রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-২, চাঁদনীঘাট, ঢাকা, (৭) রাজস্ব কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ রাজস্ব অঞ্চল, নারায়ণগঞ্জ, (৮) রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-৬ (বর্তমানে পিপি আই রাজস্ব জোন-৬) ফকিরাপুল, ঢাকা এবং (৯) রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-৬, (বর্তমানে পিপিআই রাজস্ব জোন-৬), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৮-২০১২ আর্থিক সনের হিসাব বিভিন্ন সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে গ্রাহকের লেজার, বকেয়া বিল/ভাউচার সংযোগ বিচ্ছিন্ন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র, সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকের তালিকা, কম্পিউটার শীট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।

অনিয়মের কারণ ঃ

- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, সংযোগ প্রদানকৃত গ্রাহকগণের পানির বিল দীর্ঘদিন বকেয়া থাকা সত্ত্বেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি বা বকেয়া আদায়ের কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি ফলে পানির বিল বকেয়া বাবদ = ১৯,৪৪,৩৯,২৭০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে, যা সরকারের আর্থিক ক্ষতি বিবেচিত [পরিশিষ্ট-৩ (১-৯)]।
- সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের ১৭৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল প্রকার রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- রাজস্ব জোন-১ ঃ ৪২ জন গ্রাহকের মধ্যে ২২ জনের নিকট হতে ৮,৭০,০৫২ টাকা আদায় হয়েছে। অবশিষ্ট ২০ জনের নিকট হতে ৭,৩১,১৮২ টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
- রাজস্ব জোন-৫ ঃ আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।
- চট্টগ্রাম ওয়াসা ঃ সংযোগ প্রদানকৃত গ্রাহকের বকেয়া পানি বিল আদায়ের জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকগণের বকেয়া আদায়ের জন্য আইনগতভাবে ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আদায় হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
- উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-১ ঃ সকল বকেয়া গ্রাহককে বকেয়ার জন্য নোটিশ জারী করা হয়েছে এবং বকেয়া আদায়ের সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-৭ ঃ বকেয়া কমানোর/আদায়ের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
- রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-২ ঃ আপত্তি মোতাবেক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে বকেয়া টাকা আদায়পূর্বক পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।
- রাজস্ব কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ রাজস্ব অঞ্চল, নারায়ণগঞ্জ ঃ বকেয়া আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-৬ ঃ বকেয়া সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাইয়ান্তে আদায়পূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বকেয়ার তালিকা কম্পিউটার হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। বকেয়া আদায়ের কোন অগ্রগতি নেই। আইনগত বিষয়ে যে সব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। বকেয়া অনাদায়ী থাকায় সংস্থা/সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যা সংস্থা/সরকারের আর্থিক ক্ষতি হিসেবে বিবেচ্য।

- এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৮-৬-২০১১খ্রিঃ, ০৭-০৭-২০১১খ্রিঃ, ০৬-০৬-২০১১খ্রিঃ, ২৫-৪-২০১১খ্রিঃ, ১০-১২-২০১২ খ্রিঃ, তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৭-৭-২০১১খ্রিঃ, ১৫-৯-২০১১খ্রিঃ, ১৫-৯-২০১১ খ্রিঃ, ২৩-৬-২০১১খ্রিঃ, ১৪-০৩-২০১৩খ্রিঃ, ১২-০৩-২০১৩খ্রিঃ, ১৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ, ৩০-০৩-২০১৩ খ্রিঃ, তারিখ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ২০-১০-২০১১ খ্রিঃ, ১৭-১১-২০১১খ্রিঃ, ১৭-১১-২০১১ খ্রিঃ ২০-১০-২০১১ খ্রিঃ, ৩১-০৭-২০১৩ খ্রিঃ, ৩১-০৭-২০১৩ খ্রিঃ এবং ৩১-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বশেষ জবাব-এ আংশিক টাকা আদায়ের কথা বলায় মন্ত্রণালয়কে সমূদয় টাকা আদায় করে এ কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বকেয়া আদায়ের ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করাসহ সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৪

শিরোণাম ঃ খোলা পানি বিক্রি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সংস্থার রাজস্ব খাতে জমা প্রদান না করায় সংস্থার ক্ষতি ৬১,৯৩,৭৫৮ টাকা ।

বিবরণ ঃ

- প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয়, চট্রগ্রাম ওয়াসা, চট্রগ্রাম কার্যালয়ের ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০ অর্থ বৎসরের হিসাব ২১-১১-২০১০ খ্রিঃ হতে ২৮-১১-২০১০ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে খোলা পানি বিক্রয় সংক্রান্ত নথি, ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট, নগদ আদায় সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।

- ২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ২,০৫,০৪,১০৫ টাকার খোলা পানি বিক্রি করার পর উক্ত টাকার মধ্যে নগদ ১,৪৩,১০,৩৪৭ টাকা আদায় করা হয়। অবশিষ্ট (২,০৫,০৪,১০৫-১,৪৩,১০,৩৪৭) =৬১,৯৩,৭৫৮ টাকার পানি বাকীতে বিক্রয় করা হয় যা আদায় করা হয়নি (পরিশিষ্ট-৪)।

অনিয়মের কারণ ঃ

- সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের ১৭৭ (এ) নং ধারা মোতাবেক রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জুলাই/০৮ হতে জুন/২০১০ পর্যন্ত সময়ে বকেয়ার পরিমান ৩৬,৬৮,০৯৫ টাকা, বিনা মূল্যে পানির মূল্য বাদে বকেয়ার পরিমান ৩৬,৬৮,০৯৫ টাকা। উক্ত বকেয়ার মধ্যে ৩০,৪৭,৫৭০ টাকা আদায় করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৬,২০,৫২৫ টাকা পরিশোধের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ব্যাংক হতে মাস ভিত্তিক ষ্টেটমেন্ট সংগ্রহ করতঃ ওয়াটার ওয়ার্কস এর দৈনিক জমার হিসাব রেজিষ্টার টালি করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের তাৎক্ষণিক জবাবের সমর্থনে কোন প্রমাণক উপস্থাপন করা হয়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কত তারিখে কত নম্বর ভাউচার/রশিদে উক্ত টাকা আদায় করা হয় তার বিবরণ দেয়া হয়নি। অডিট শেষে আলোচনার সময় বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়নি।

- এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ০৮-৬-২০১১খ্রিঃ, ০৩-৫-২০১১ খ্রিঃ, তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৮-৭-২০১১খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ২০-১০-২০১১খ্রিঃ তারিখ সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হলেও মন্ত্রনালয় কর্তৃক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- খোলা পানি বিক্রি বাবদ সম্পূর্ণ অর্থ আদায় এবং নগদ গৃহিত অর্থ সংস্থার হিসাবে জমাসহ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ - ০৫

শিরোণাম ঃ গ্রাহকগণের বিলম্বে পরিশোধিত বিলের সারচার্জ অনাদায়ে ২,২৭,০৮,৩৫০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-১, ঢাকা ওয়াসা, ফকিরাপুল, ঢাকার ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০০৬ খ্রিঃ হতে ২৬-০১-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, বিলম্বে পরিশোধিত বিলের ক্ষেত্রে সারচার্জ আদায়ের নিয়ম প্রতিপালন না করায় ২,২৭,০৮,৩৫০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-৫)।

- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর স্মারক নং-এসআরও নং ২৭-আইন/২০০৯ তারিখ-২ মার্চ/২০০৯ খ্রিঃ এর আলোকে বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা, বুধবার, মার্চ ৪, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ-৯, উপ-অনুচ্ছেদ-৩ মোতাবেক কোন হোল্ডিংয়ের মালিক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পানির বিল পরিশোধ করতে ব্যথ হলে পরবর্তী তিন মাস পর্যন্ত নিম্নোক্ত হারে অধিকতর সারচার্জসহ বিল পরিশোধ করতে পারবেন। ১ম মাসের মধ্যে মূল বিলের ৫%, ২য় মাসের মধ্যে মূল বিলের ১০%, ৩য় মাসের মধ্যে মূল বিলের ১৫% হারে সারসার্জ কর্তনের নির্দেশ রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সারচার্জ মওকুফ করা হয় না। বিলম্বে বিল পরিশাধ করলে সারচার্জসহ বিল পরিশোধ করতে হয়। কখনও কখনও বকেয়া পরিশোধের সময় বর্ধিত করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সারচার্জ ছাড়াই সময় বর্ধিত করার ফলে সারচার্জ ছাড়াই বিল আদায় করা হয়। দেরীতে বিল পরিশোধ করা হলেও ব্যাংক কর্তৃক সারচার্জ আদায় করার কথা। কিন্তু তা প্রতিপালন করা হচ্ছে না।

- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১৬-৫-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২১-৬-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবংসর্বশেষ ০৯-০৮-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও মন্ত্রণালয় কর্তৃক অদ্যাবধি কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক সমুদয় বকেয়া সারচার্জ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৬

শিরোনাম ঃ বকেয়া থাকা সত্ত্বেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করায় ২৮,৫৯,৯৬৮ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- প্রকল্প ব্যবস্থাপক, পিপিআই, রাজস্ব জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা, মহাখালী, টিবি গেইট, ঢাকা অফিসের ২০০৮-০৯ আর্থিক সালের হিসাব ২২-১১-২০০৯ খ্রিঃ হতে ২৭-১২-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে স্থানীয় অফিসে রক্ষিত গ্রাহক হোল্ডিং লেজারসমূহ পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত গ্রাহকগণের দীর্ঘদিন যাবৎ পানির বিল বাবদ ২৮,৫৯,৯৬৮ টাকা বকেয়া থাকা সত্ত্বেও গ্রাহকগণের পানির লাইনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। ফলে গ্রাহকগণের পানির বিল না দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে (পরিশিষ্ট- ৬)।
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর স্মারক নং-এসআরও নং ২৭-আইন/২০০৯ তারিখ-২ মার্চ/২০০৯ খ্রিঃ এর আলোকে বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা, বুধবার, মার্চ ৪, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ-৯, উপ-অনুচ্ছেদ-৩ এ নির্দেশ রয়েছে যে, ১৫% অধিকসহ বিল পরিশোধের তারিখ অতিক্রান্ত হইবার পরবর্তী দিন হতে অপরিশোধিত বিল বকেয়া হিসাবে গণ্য হইবে এবং ঐদিন হতে বকেয়া পরিশোধের জন্য ত্রিশ দিনের নোটিশ দিতে হবে এবং নোটিশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করা না হলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাবে। এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।
- সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের ১৭৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারি রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব।
- বকেয়া আদায়কল্পে পিডিআর এ্যাক্ট- ১৯১৩ অনুযায়ী সার্টিফিকেট মামলা করা যাবে যা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঢাকা ওয়াসার রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে চলমান প্রক্রিয়ায় বর্ণিত হোল্ডিংসমূহের বকেয়া আদায়ের জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অচিরেই বকেয়া আদায়ের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। সময়মত পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গ্রাহক আর্থিক সুবিধাভোগ করছে ও ওয়াসার ক্ষতি করা হয়েছে।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ০৭-০২-২০১০ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৯-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ০৫-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখ সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও মন্ত্রণালয় কর্তৃক অদ্যাবধি কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ ক্ষতির টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আবশ্যক।
- বকেয়া টাকা যথাসময়ে আদায় না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৭

শিরোনাম ঃ হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল এর কাছে পানি ও পয়ঃ বিল বাবদ ১,০৩,৪৪,১২৭ টাকা আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-৬, (বর্তমানে পিপি আই রাজস্ব জোন-৬), এর ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ১০-৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ইস্কাটন গার্ডেন রোডের গ্রাহকের সংশ্লিষ্ট লেজার পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় ৪টি হিসাব নম্বরের অনুকূলে ৩০-৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল এর নিকট ঢাকা ওয়াসার ১,০৩,৪৪,১২৭ টাকা বকেয়া থাকা সত্ত্বেও বকেয়া আদায়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে সরকারের বিপুল পরিমান রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। যা সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের ১৭৭ (এ) বিধি মোতাবেক বকেয়া আদায় করা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব (পরিশিষ্ট -৭)।

- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর স্মারক নং-এসআরও নং ২৭-আইন/২০০৯ তারিখ-২ মার্চ/২০০৯ খ্রিঃ এর আলোকে বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা, বুধবার, মার্চ ৪, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ-৯, উপ-অনুচ্ছেদ-৩ এ নির্দেশ রয়েছে যে, ১৫% অধিকসহ বিল পরিশোধের তারিক অতিক্রান্ত হইবার পরবর্তী দিন হতে অপরিশোধিত বিল বকেয়া হিসাবে গণ্য হইবে এবং ঐদিন হতে বকেয়া পরিশোধের জন্য ত্রিশ দিনের নোটিশ দিতে হবে এবং নোটিশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করা না হলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বকেয়া সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাইয়ান্তে বকেয়া আদায় পূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১০-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ৩০-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ৩১-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- সমূদয় বকেয়া আদায় করা আবশ্যক।
- যথাসময়ে বকেয়া টাকা আদায় না করার জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৮

শিরোনাম ঃ ঢাকা ওয়াসা এলাকাস্থ শিল্প ও বাণিজ্যিক শ্রেণীর গ্রাহকের স্থাপিত গভীর নলকূপ সমূহের অনুমোদন এবং বাৎসরিক নবায়ন ফি আদায় না করায় ১,১৩,২৩,০০০ টাকা রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত।

বিবরণ ঃ

- রাজস্ব কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ রাজস্ব অঞ্চল, ঢাকা ওয়াসা, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ০৩-৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৬-৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে গ্রাহক লেজার, রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র, ব্যাংক বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায়, নারায়ণগঞ্জ ওয়াসা এলাকায় শিল্প ও বাণিজ্যিক শ্রেণী গ্রাহকের ব্যক্তি মালিকানায় স্থাপিত গভীর নলকূপ সমূহের অনুমোদন ও বার্ষিক নবায়ন ফি বাবদ ১,১৩,২৩,০০০ টাকা আদায় না করায় ওয়াসা রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত (পরিশিষ্ট -৮)।

- ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের স্মারক নং- ১এম-৫৫/(বোর্ড)/০৪/১৩০ তারিখ-০৩-০৪-২০০৪ খ্রিঃ এর আদেশ মোতাবেক শিল্প ও বাণিজ্যিকভাবে গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য ৫০মিঃ মিঃ ও ৭৫ মিঃ মিঃ এর অনুমতি ফি ১,৫০,০০০ টাকা, ১০০ মিঃ মিঃ ৩,০০,০০০ টাকা, ১৫০ মিঃ মিঃ ৩.৫০,০০০ টাকা এবং নবায়ন ফি যথাক্রমে ৭৫,০০০ টাকা, ১,৫০,০০০ টাকা, ২,২০,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

- ওয়াসা কর্তৃপক্ষের উক্ত নির্দেশ/সার্কুলার অনুযায়ী ব্যক্তি মালিকানাধীন স্থাপনকৃত বিভিন্ন ব্যাসের গভীর নলকূপ স্থাপনে ওয়াসার অনুমোদন ও বার্ষিক নবায়ন ফি আদায়যোগ্য হলেও তা পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ইতোমধ্যে বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি গোচর করা হয়েছে। অনতিবিলম্বে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ওয়াসা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত গভীর নলকূপ স্থাপন করা বৈধ নয়। অবৈধভাবে স্থাপিত গভীর নলকূপ সমূহের সার্ভে করে অনুমোদন ফি ও নবায়ন ফি আদায়ের প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে আদায়ের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১০-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ৩১-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ওয়াসার নির্দেশ ও সার্কুলার অনুযায়ী ব্যক্তিমালিকানাধীনে স্থাপিত নলকূপ সমূহের অনুমোদন ও বার্ষিক নবায়ন ফি আদায় করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ আনিছুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

বাঃসঃমুঃ-২০১৫/১৬-৪৬২৪কম(এ)—৭১৩ বই, ২০১৬।